ঝিনাইদহে জ্যোতিষের কার্যালয়ে ভাংচুর ও আগুন

ইসলাম ধর্ম নিয়ে ফেসবুকে অবমাননাকর পোস্ট করাই সাঈদ নামে এক ব্যক্তির কার্যালয়ে ভাংচুর ও আসবাবপত্রে আগুন দিয়েছে মুসল্লিরা।

শনিবার (৩ মে) সন্ধ্যার পরে ঝিনাইদহ শহরের পাগলাকানাই সড়কের সাদাতীয়া মসজিদ সংলগ্ন বিউটি সুপার মার্কেটে “রাশিফল নির্ণয় জ্যোতিষ গণনা কার্যালয়” নামে মোল্লা মোঃ আবু সাঈদ চিশতীর কার্যালয়ে এই ঘটনা ঘটে।

মাগরিবের নামাজ পড়ে বিক্ষুব্ধ মুসল্লিরা একজোট হয়ে এই ঘটনা ঘটায়। এসময় মুসল্লিদের নেতৃত্ব দেন জেলা ইসলামী আন্দোলনের সভাপতি ডাঃ মোমতাজুল করিম। আগুন দেওয়ার সময় জ্যোতিষ আবু সাঈদ কার্যালয়ে ছিলেন না।

মুসল্লিদের অভিযোগ জ্যোতিষ মোল্লা মোঃ আবু সাঈদ নামাজ নিয়ে অবমাননাকর পোস্ট করেছেন ফেসবুকে। যেকারণে ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা মনে আঘাত পেয়েছেন। এই ঘটনায় এশার নামাজ পড়ে সাদাতীয়া মসজিদের ঈমাম মুফতি ইসমাইল হোসেন বেলালীর নেতৃত্বে জ্যোতিষ আবু সাঈদকে গ্রেফতারের দাবিতে মিছিল করা হয়। মোল্লা মোঃ আবু সাঈদ চিশতী বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোলজার্স সোসাইটির সদস্য। তার রেজি নং ১৯৪৫(১২১)৯৮।

অভিযোগের বিষয়ে তার মোবাইল নাম্বারে কল করলে তা বন্ধ পাওয়া যায়।

সাদাতীয়া মসজিদের ঈমাম মুফতি ইসমাইল হোসেন বেলালী বলেন, সদর থানার ওসি জ্যোতিষ আবু সাঈদকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার করে আইন হেফাজতে নিবেন বলে আশ্বস্থ করেছেন। তিনি বলেন, আমরা কোন ধর্মের বিপক্ষে নই। তবে কেউ ইসলাম ধর্মকে অবমাননা করলে সহ্য করবো না।

মুজিবনগরে ভয়াবহ আগুন, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ভয়াবহ আগুন লেগে পুড়ে গেছে ২ টি ভাংড়ির গোডাউন।

গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত ২টার দিকে উপজেলার খানপুর, পুরন্দরপুর ৬ নং ওয়ার্ড বাঘমারা ডোহর নামক স্থানে গোপিনাথপুর গ্রামের হবি কারিগরে ছেলে আলমগীরের গোডাউনে এ আগুনের ঘটনা ঘটে।

পরে পাশেই ওহিদুল নামের একজনের বাড়িতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। পরে মুজিবনগর ফায়ারসার্ভিস ও সেনাবাহিনীর একটি দল এসে ঘন্টা খানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

প্রাথমিকভাবে ধারণা ধারণা করা হচ্ছে বৈদ্যুতিক গোলযোগের কারণে আগুন লাগতে পারে।ক্ষতিগ্রস্ত গোডাউন মালিক আলমগীর জানান, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট হয়ে আগুন লাগতে পারে। বিভিন্ন প্লাস্টিকের ভাংড়ি ও লোহা-লাকড়ি ভিতরে ছিল। যার প্রায় সবই পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। এতে আমার প্রায় ৫ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

আরেক ক্ষতিগ্রস্থ ওহিদুল জানান, গোডাউন থেকে আগুন ছড়িয়ে আমার বাড়িতে চলে আসে। অনেক রাত হওয়ার কারনে লোকজনও তেমন একটা ছিল না। পরে সেনাবাহিনী ও ফায়ারসার্ভিসের দল এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ করে।

মুজিবনগর ফায়ারসার্ভিস সুত্রে জান যায়, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে বৈদ্যুতিক লাইনের গোলযোগের কারণে আগুন লেগেছে। প্লাস্টিক থাকায় আগুনের তিব্রতা বেশি হয়ে যায়। ধারণা করা প্রায় ৫ লাখ টাকার ক্ষতি হতে পারে।

হরিণাকুণ্ডুতে গভীর রাতে পানের

বরজে আগুন

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ৫নং কাপাশহাটীয়া ইয়নিয়নের কেসমত ঘোড়াগাছা গ্রামের মো:রশিদুল ইসলাম কুটির পান বরজে গভীর রাতে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

আজ শুক্রবার (২৭ডিসেম্বর) দিবাগত রাত আনুমানিক ২টার দিকে পানের বরজে আগুন দেখে আশপাশের লোকজন ছুটে গিয়ে তা নিভানোর চেষ্টা করে। কিছুক্ষণ পর আগুন নিয়ন্ত্রনে আসলে এতে তার ৩০শতক পানের বরজ পড়ে ছায় হয়ে যায় এবং ৩লক্ষ টাকা ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে বলে জানান।

রাশিদুল ইসলাম কুটি (৪৫) ওই গ্রামের মৃত আমিরুল ইসলামের ছেলে। এব্যপারে রশিদুল ইসলাম কুটি বলেন, তারা শুধু পান বরজ পুড়িয়েই ক্ষান্ত হয়নি, দুর্বৃত্তরা মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে আমার বাসায় গোয়ালের চারটি গরুর খাবারের সঙ্গে কীটনাশক মিশিয়ে গেছে। চারটি গরুই এখন অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছে। তিনি আরও বলেন এর কয়েক দিন আগে আমার ভাই জাহিদের একটি ট্রাক এবং আমার মাইক্রো গাড়ির টায়ারে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে।

শত্রুতা মূলক ভাবে কে বা কাহারা করেছে এসব তা তিনি বলতে পারেননি। কারো প্রতি সন্দেহের কথাও জানাতে চাননি তিনি। তিনি মনে করেন স্থানীয় বিরোধ এবং তিনি আওয়ামী লীগের সমর্থন করতেন বলে এসব ক্ষতি করা হচ্ছে। থানায় অভিযোগ করা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, কার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবো? আমিতো কাওকে দেখেনি কারা এসব করছে।

কোটচাঁদপুরে মুক্তিযোদ্ধা ও যুবলীগ কার্যালয়ে আগুন দিয়েছেন

আন্দোলনকারীরা

কোটচাঁদপুরে মুক্তিযোদ্ধা ও যুবলীগ কার্যালয়ে আগুন দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। ভাংচুর চালিয়েছেন আওয়ামীলীগ কার্যালয়েও। রবিবার বিকেলে গণমিছিলের পর এ ঘটনা ঘটান আন্দোলনকারীরা।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, রবিবার বিকেল ৩ টার সময় পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী কোটচাঁদপুরে গনমিছিলের হওয়ার কথা ছিল। এরমধ্যে বেলা ১২ টার দিকে উপজেলা প্রশাসন পৌরসভা এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি মাইকিং করেন। এ খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে মুহুর্তের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায় শহরের সব দোকান পাট। অফিসগুলো ও দেখা যায় তালা বদ্ধ।

এরপর আন্দোলনকারীরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে গণমিছিল করেন। পরে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে দিয়ে বাজার ঘুরে আবার মেইন বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে শেষ হয়।

তবে এর আগে আন্দোলনকারীরা কোটচাঁদপুর বাজারের পৌর শহরের মুক্তি যোদ্ধা ও যুবলীগ কার্যালয়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেন। পরে ভাংচুর চালান কোটচাঁদপুর মেইনবাসস্ট্যান্ডে সড়কের আওয়ামীলীগ অফিসে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলী । তিনি বলেন,যাদের ভাংচুর করার তারাই করেছেন। তবে এ বিষয়ে আমার কোন মন্তব্য নাই। ভাল হয় অন্য নেতাদের কাছ থেকে তথ্যটি জেনে নেয়া। তারা বিষয়টি ভাল বলতে পারবেন।

কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল- মামুন বলেন, আমরা জানার পর ঘটনাস্থলে গিয়ে ছিলাম। তবে এখনও পর্যন্ত ওই ঘটনায় কেউ কোন অভিযোগ বা মামলা করেনি।

গাংনীর জোড়পুকুরিয়াতে আগুনে

পুড়লো দরিদ্র মাছ ব্যবসায়ীর স্বপ্ন

গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া গ্রামে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে এক দরিদ্র মাছ ব্যবসায়ী বসতবাড়িসহ গোয়াল ঘরে থাকা ২টি গরু পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছে।

আজ রোববার সকাল ১১ সাহারবাটি ইউনিয়নের জোড়পুকুরিয়া গ্রামের সাইরপাড়া এলাকার মাছ ব্যবসায়ী হারান আলীর বসতঘরে এ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। হারান আলী ওই এলাকার চান আলী’র ছেলে। এঘটনায় ওই কৃষকের কমপক্ষে ৪ লাখ টাকার ক্ষতিসাধন হয়েছে বলে জানান ভুক্তভোগী গৃহকর্তা।

অগ্নিকান্ডের ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের ১ নং ওয়ার্ডের সদস্য শাহাবুদ্দীন। তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এসময় হারান আলীর ছোট বোন রঙ্গিলা ও স্বামী পরিত্যক্ত বাছেনা খাতুনের ঘরবাড়িও পুড়ে গেছে। জানা গেছে, জোড়পুকুরিয়া গ্রামের সাইরপাড়া বাসিন্দা হারান আলী পেশায় একজন মাছ ব্যবসায়ী। সময়ে সময়ে তিনি দিনমজুরী কাজও করেন। তাদের বসতঘর লাগোয়া ছিল গরুর গোয়াল ঘর। আজ সকাল ১১ টার দিকে তার বোন রঙ্গিলা খাতুনের বসতঘরে বৈদ্যুতিক সটসার্কিট থেকে অগ্নিকান্ডের সূত্রপাত ঘটে। ওইসময় আগুন মুহূর্তে বসতঘর থেকে পাশের গোয়াল ঘর ও খড়ের গাদায় ছড়িয়ে পড়ে।

ইউপি মেম্বর শাহাবুদ্দীন বলেন, ওইসময় বসতঘরে পরিবার সদস্যরা ছিলোনা। আগুন ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয়রা পানি ছিটিয়ে নেভানোর পাশাপাশি বামন্দী ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেন। ততক্ষণে গোয়াল ঘরে থাকা ২টি গরু পুড়ে অঙ্গার হয়ে যায়। অগ্নিকান্ডে বসতঘরের সঙ্গে নগদ সাড়ে ৬ হাজার টাকা, আসবাবপত্র ও বিভিন্ন মালামাল পুড়ে ভস্মিভূত হয়ে যায়। বিষয়টি উপজেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে বলে জানান তিনি।

খবর পেয়ে বামন্দী ফায়ার স্টেশনের পানিবাহি গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছলেও ততক্ষনে কৃষক দরিদ্র মাছ ব্যবসায়ী হারান আলী, রঙ্গিলা খাতুন ও বাছেনা খাতুনের সহায় সম্বল আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বর্তমানে খোলা আকাশের নিচে রয়েছে তিনটি পরিবারের সদস্যরা।

গৃহকর্তা হারান আলী বলেন, আগুন লাগার সময় পরিবার সদস্যরা কেউ ছিলনা। আগুনে পুড়ে সবকিছু ভস্মিভূত হয়ে গেছে আমার।

গাংনীতে নৌকার নির্বাচনী অফিসে দূর্বৃত্তের আগুন

গাংনীর হেমায়েতপুর গ্রামে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীর একটি নির্বাচনী অফিস আগুনে ভষ্মীভূত হয়েছে। মেহেরপুর-২ সংসদীয় আসনের অনুমোদিত নির্বাচনী অফিসটি রাতের আঁধারে পুড়িয়ে দিয়েছে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা।

গতকাল শুক্রবার ভোর রাতের কোন এক সময় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে। গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম ও আওয়ামীলীগ সমর্থিত প্রার্থী এ এস এম নাজমুল হক সাগর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

নির্বাচনী অফিসের দ্বায়িত্বে থাকা কর্মী শরীফুল ইসলাম জানান, রাত ১২টার পর তিনি ও তার লোকজন অফিস বন্ধ করে বাড়ি চলে যান। ভোর চারটার দিকে হঠাৎ আগুন দেখতে পেয়ে চিৎকার দেন তিনি। স্থানীয় লোকজন এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। তবে কে বা কারা এ অগ্নীকান্ডের ঘটনা ঘটাতে পারে সে ব্যাপারে নিশ্চিত নন তিনি সহ স্থানীয় লোকজন।

মেহেরপুর-২ সংসদীয় আসনের নৌকা প্রতীকের প্রার্থী এ এস এম নাজমুল হক সাগর বলেন, ‘উৎসব মুখর পরিবেশে পরিবেশের নির্বাচনের প্রচারণা চলছে। জনমনে ভীতি সৃষ্টির জন্য কেউ এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে। গোয়েন্দা সংস্থা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি আমার অনুরোধ ঘটনাটি খতিয়ে দেখে অপরাধীদের যেন দ্রুত বিচারের আওতায় আনা হয়। ‘

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ তাজুল ইসলাম মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, ‘ সকালেই আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। নির্বাচনী অফিসটির অনুমোদন ছিলো না। ওখানে যে কোন নির্বাচনী অফিস আছে প্রার্থী নিজেই সেটা জানতেন না। আর নির্বাচনী অফিস বলতে সেখানে ছিল একটা তাবু। তাঁবুর পাশে পাটকাঠি রাখা ছিলো। আগুন লাগার পর সেখানে

ফায়ার সার্ভিস গেছিলো। কেউ উদ্দেশ্যমূলকভাবে ঘটনাটি ঘটাতে পারে। কারা এ ঘটনাটি ঘটিয়েছে তা খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে। এছাড়াও নৌকার প্রার্থীকে আমরা লিখিত অভিযোগ করতে অনুরোধ করেছিলাম। এখন পর্যন্ত তিনি কোন লিখিত অভিযোগ করেননি।

মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আহসান খান মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, ‘অগ্নিকাণ্ডের বিষয়টি নিয়ে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী এখন পর্যন্ত কোন অভিযোগ করেননি। তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অতি শীঘ্রই ঘটনাটির সাথে জড়িতদের খুঁজে বের করা হবে।’

গাংনীতে আগুন নেভাতে গিয়ে গৃহকর্তা আহত

গাংনী উপজেলার হেমায়েতপুর গ্রামে ঘরের আগুন নেভাতে গিয়ে হাসান আলী (৩০) নামের এক গৃহকর্তা আহত হয়েছেন।
আজ রবিবার বিকেল ৪ টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহত হাসান গজারিয়া হেমায়েতপুর গ্রামের মৃত নজরুল ইসলামের ছেলে।

গৃহকর্তা হাসান আলী জানান, বিকেলের দিকে রান্না ঘরের চূলা থেকে বসত ঘরে আগুন লাগে। এসময় তিনি আগুন নেভাতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারাত্বক ভাবে আহত হন।
স্থানীয়রা আগুন নেভানোর চেষ্টার পাশাপাশি বামন্দী ফায়ার স্টেশনকে খবর দিলে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভাতে সক্ষম হয়।
এদিকে ফায়ার স্টেশনের সদস্যরা আহত হাসানকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়।

গাংনীতে পাট ও তামাকের গোডাউনে আগুন; ৩০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি

মেহেরপুরের গাংনীর নওয়াপাড়া পুর্বপাড়া গ্রামে একটি গোডাউনে ভয়াবহ অগ্নীকান্ডে পাট ও তামাক পুড়ে ছাই হয়েছে।

এতে গোডাউনে রাখা পাট ও তামাক পুড়ে প্রায় ত্রিশ লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়ছেন গোডাউন মালিক হিন্দা গ্রামের খোকন।
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী খোকন জানায়, পড়া পূর্বপাড়া দেলোয়ার হোসেনের একটি গোডাউন ভাড়া নিয়ে পাট এবং আমাকে ব্যবসা করছিলেন হিন্দগ্রামের খোকন। ওই গোডাউনে ৬ হাজার কেজি তামাক ও ৯শ মন পাট মজুদ করা ছিল। সেখানো প্রতিদিনের ন্যায় কাজ করে শনিবার দিনগত মধ্যরাতে গোডাউন থেকে বের হয়ে আসি। কোন একসময় গোডাউনের মধ্যে আগুন লেগে যায়। পরে স্থানীয়রা টের পেয়ে বামুন্দি ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিলে ফায়ার সার্ভিসের একটি টীম ঘটনাস্থলে এসে আগুন অনেক চেস্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রনে আনে। তার আগেই গোডাউনের মধ্যেকার পাট ও তামাক পুড়ে যায়। এতে প্রায় ত্রিশ লক্ষাধিক টাকার মালামাল পুড়েছে বলে জানান ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী খোকন।
বামুন্দি ফায়ার সার্ভিসের টীম লিডার স্টেশন অফিসার মো. ইছাহাক আলী বিশ্বাস জানান,অগ্নিকান্ডের বিষয়টি জানতে পাওয়ার সাথে সাথে আমরা ঘটনাস্থলে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছি একটি টিম। এটা গোডাউনে রাখা তামাক ও পার্ট পুড়ে গেছে। ওই রাত থেকে দুপুর অব্দি পর্যন্ত আমরা সেখানেই রয়েছি। তবে গোডাউনের মধ্যে রাখা তামাক ও পাট পুড়ে গেছে। অবশিষ্ট কিছু তামাক ও পাট উদ্ধার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ভুট্টাক্ষেত ও পানের বরজে আগুন, ৫কোটি টাকার

ক্ষতি

আলমডাঙ্গার খাদেমপুর মাঠে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে প্রায় ৩০০ বিঘা ভুট্টাক্ষেত ও পানের বরজ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের দাবি, এতে অন্তত পাঁচ কোটি টাকার বেশি ক্ষতি হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৩ এপ্রিল) উপজেলার খাদেমপুর ইউনিয়নের বানাতখাল মাঠে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসসহ ৪টি ইউনিট প্রায় পাঁচ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহি অফিসার রনি আলম নুর, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হোসেন শহীদ সরোওয়ার্দী, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বিস্তৃত মাঠের পাশে বানাত খাল দীর্ঘদিন পানিশূন্য থাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বিপাকে পড়তে হয় ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের। কৃষকদের পানের বরজে স্থাপন করা পানির সেচ পাম্প থেকে পানি উত্তোলন করে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালায় ফায়ার সার্ভিস।

এ ঘটনায় খাদেমপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোজাহিদুর রহমান লোটাস জোয়াদ্দার জানান, সকাল সাড়ে ১০টায় হঠাৎ পানের বরজে আগুন দেখতে পান স্থানীয় কৃষকরা। মাঠে উপস্থিত কৃষকদের সহযোগিতায় আগুন নেভানোর চেষ্টা চালানো হয়। পরে ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে দীর্ঘ চেষ্টায় তারা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।

চুয়াডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের অফিসার সেন্টু মিয়া জানান, দুপুরে খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গা থেকে ২টি ইউনিট ও আলমডাঙ্গার ২ ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। পাঁচ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণ আনে ফায়ার সার্ভিস। তদন্ত করে ক্ষয়ক্ষতির মোট পরিমাণ ও আগুনের সূত্রপাত জানা যাবে।

কুষ্টিয়ায় আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল একশ বিঘারও বেশি পানের বরজ

কুষ্টিয়ার মিরপুরে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে একশ বিঘারও বেশি পানের বরজ। গতকাল বুধবার দুপুরে উপজেলার পোড়াদহ ইউনিয়নের আহাম্মদপুর ও বেলগাছী গ্রামে ভয়াবহ এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে মিরপুর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট প্রায় আড়াই ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

কৃষক আব্দুল মান্নান বলেন, দুপুর দেড়টার দিকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ১০ মিনিটের মধ্যে পুরো মাঠে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। একশ বিঘার ওপরে পানের বরজ পুড়ে গেছে। সব পানের বরজ পুড়ে গেছে। কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলেও জানান তিনি।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা বলেন, হঠাৎ পানের বরজে আগুন দেখতে পাই আমরা। কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন পার্শ্ববর্তী ক্ষেতগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ে। ১০০ বিঘা পানের বরজ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আমরা সরকারের সহযোগিতা চাই।

মিরপুর ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন কর্মকর্তা সবুজ হোসেন বলেন, পানের বরজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার খবর পেয়ে মিরপুর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দুটি ইউনিটের চেষ্টায় প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর আমরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হই। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্ত করে জানানো হবে। তিনটি ঘর ও প্রায় ১০০ বিঘার ওপরে পানের বরজ পুড়ে গেছে। আগুনের সূত্রপাতের বিষয়টি এখনো জানা যায়নি।

গতকাল দুপুরে এই এলাকার বেলগাছী গ্রামের পানের বরজসহ বসতবাড়ীতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে আটটি পরিবার খোলা আকাশের নিচে মানবেতর জীবনযাপন করছে।

এদিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফীন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এ্যাড. আবদুল হালিম, উপজেলা ভারপ্রাপ্ত ইউএনও হারুন অর রশীদ।